সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মুখপত্র ● ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ● ডিসেম্বর ২০১৩ ● দুই টাকা

একতরফা নির্বাচন ও সংঘাত-সহিংস রাজনীতির চক্রে বিজয়ের মাসে পরাজিত মানুষ

স্বাধীনতার ভুলুণ্ঠিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণআন্দোলনের শক্তি গড়ে তুলুন

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর চলছে – কিন্তু মানুষের মনে বিজয়ের অনুভূতি নেই। দেশের মানুষ ভাবছে, এত অসহায়, এত পরাজিত তারা কখনো ছিল না। যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসির ঘটনাও মানুষকে আশাবাদী করে তুলতে পারছে না। গত কয়েক মাস ধরে চলমান রাজনৈতিক সংঘাত-সহিংসতার সাথে নতুন বিপদ শুরু হয়েছে। কাদের মোল্লার ফাঁসির পর জামাত-শিবির চক্র প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে চোরাগুপ্তা হত্যা-খুনের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, লুটপাটের তাণ্ডব চালাচ্ছে। গণতন্ত্রকামী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী, দেশপ্রেমিক সমাজসচেতন প্রতিটি মানুষ এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাইছে। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ বলছে, পরিত্রাণের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট একটি একতরফা নির্বাচনের দিকে এগুচ্ছে – এটা এখন অত্যন্ত স্পষ্ট। নিজেদের সুবিধামতো সংবিধান সংশোধনসহ বিভিন্নভাবে এ আয়োজন চলছে অনেকদিন ধরেই। অন্যদিকে বিরোধী দল বিএনপি জামাতসহ অন্যান্য মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে সাথে নিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে বেছে নিয়েছে ককটেল-বোমা-পেট্রোল বোমা হামলার পথ। জনবিচ্ছিন্ন আওয়ামী মহাজোট আর গণধিকৃত বিএনপি-জামাত – দুই বিবদমান শক্তিই জিম্মি করেছে জনগণকে। আওয়ামী জোটের হাতে আছে রাষ্ট্রশক্তি, র‍্যাব-পুলিশ-বিজিবি, বিএনপি-জামাতের হাতে আছে হরতাল-অবরোধ-বোমা-সন্ত্রাস। তাদের গদি দখলের লড়াইয়ের আগুনে পুড়ছে সারা দেশ।

নজিরবিহীন একতরফা নির্বাচনের পথে দেশ

একতরফাভাবে প্রহসনের নির্বাচন আয়োজনের দিকে এগিয়ে চলেছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। এদেশের মানুষ এর আগে ১৯৮৮ ও ১৯৯৬ সালে ভোটারবিহীন নির্বাচন দেখেছে, ভোটডাকাতি-মিডিয়া ক্যুসহ নির্বাচনে কারচুপির নানা কলাকৌশল দেখেছে, আর এবার দেখতে যাচ্ছে প্রার্থীবিহীন নির্বাচন। এবারের ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইতিমধ্যে ১৫১ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'নির্বাচিত' হয়েছেন! মহাজোটের মনোনীতদের নির্বাচিত দেখাতে অনুগত রিটার্নিং অফিসারদের কাজে লাগিয়ে নির্ধারিত সময়ের পরও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করানো হয়েছে। আবার অনেকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন জানালেও তা গৃহীত হয়নি, বরং তাদের কাউকে কাউকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। পতিত স্বৈরাচার এরশাদের জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনতে ও ধরে রাখতে প্রলোভন, চাপ প্রয়োগ, অসুস্থ ঘোষণা করে দল ভাঙ্গা, চিকিৎসার নামে অন্তরীণসহ নানা কূটকৌশল-জোরজবরদস্তি-নাটক চলছে। পরিহাস হল – গণতন্ত্রের জন্য কলংকজনক ও অনৈতিক এইসব কর্মকাণ্ড করা হচ্ছে 'সংবিধান ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষা'র নামে। পুলিশ-বিজিবি-প্রশাসনিক শক্তিতে দমন-পীড়ন-গ্রেপ্তার চালিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো এই হাস্যকর নির্বাচন করে আবার ক্ষমতায় থাকতে চায় মহাজোট।

মহাজোট-জোটের বিরোধ গণতন্ত্র বা সংবিধান রক্ষার জন্য নয়

সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কাজে লাগিয়ে জনমত উপেক্ষা করে এককভাবে সংবিধান থেকে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাদ দিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের ক্ষেত্র তৈরি করেছে মহাজোট সরকার। সকলের অংশগ্রহণে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির পরিবর্তে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন অনুষ্ঠান, সম্ভব না হলে অনুগত দলগুলোকে নিয়ে পাতানো নির্বাচনের পরিকল্পনাতেই তারা এগিয়েছে। মাঝে লোকদেখানো সংলাপের কিছু নাটক হয়েছে। অন্যদিকে বিএনপি-জামাত এখন নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি করলেও তারা ২০০৬ সালে কীভাবে নীলনকশার নির্বাচন করে পুনরায় ক্ষমতায় আসার ছক কষেছিল তা সবাই জানে। ফলে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করতে তাদের আন্দোলনে মানুষকে সম্পৃক্ত করতে না পেরে তারা বেছে নিয়েছে বোমাবাজি-অগ্নিসংযোগ করে অচলাবস্থা তৈরির পথ। এই সুযোগে জামাত-শিবির ১৯৭১ সালে যুদ্ধাপরাধের দায়ে তাদের নেতাদের বিচার ও শাস্তি ঠেকাতে সহিংস তাণ্ডব-নৈরাজ্য চালিয়ে আতংক সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে গত ১২ ডিসেম্বর কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করার পর সারাদেশে বেশ কিছু স্থানে জামাত হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়েছে, লক্ষ্মীপুর-লালমনিরহাট-সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন জেলায় একের পর এক

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর

শাসকদের আপস-পৃষ্ঠপোষকতার বিপরীতে গণআন্দোলনের জয়

অনেক জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে, নাটকীয় মুহূর্ত পেরিয়ে অবশেষে কার্যকর হল একাত্তরের ঘাতক, আলবদর বাহিনীর নেতা যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসির রায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো যুদ্ধাপরাধীর বিচারের রায় কার্যকর হল। কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের মধ্য দিয়ে বিজয়ী হল জনগণের আন্দোলন, পরাজিত হল শাসকগোষ্ঠীর আপস-পৃষ্ঠপোষকতা। কসাই কাদের নামে কুখ্যাত এই জামাত নেতাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রথমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে রায় ঘোষণা করেছিল। এবছরের শুরুতে, ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখে এ রায় ঘোষণার পর থেকে দেশপ্রেমিক মানুষ বিশেষত তরুণ প্রজন্ম বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গড়ে ওঠে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ যেখানে সমবেত কণ্ঠে স্লোগান উঠেছিল : "আপসের এই রায় – জনগণ মানবে না", "একটাই দাবি - রাজাকারের ফাঁসি"।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় জামাতের ভূমিকা সকলেরই জানা। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সহযোগি হিসাবে জামাতে ইসলামী এবং তার অঙ্গসংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ দলগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। *(শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

একতরফা নির্বাচন বাতিল ও মানুষ খুনের রাজনীতি প্রতিরোধের দাবিতে ২ ডিসেম্বর শাহবাগে বাম মোর্চার সমাবেশের একাংশ

একতরফা নির্বাচনের তামাশা স্থগিত করুন আন্দোলনের নামে হত্যা-খুন বন্ধ করুন

সংবাদ সম্মেলনে বাম মোর্চা

১৪ ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় তোপখানা রোডে কমরেড নির্মল সেন মিলানায়তনে আহুত সংবাদ সম্মেলনে বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে একতরফা পাতানো নির্বাচনের তফসিল ও নির্বাচনের সমস্ত আয়োজন স্থগিত করে সকলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের নামে মানুষকে জিম্মী করে বিএনপি-জামায়াত জোটের হত্যা-খুনের *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গাইবান্ধায় কনভেনশন

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

'বাবার মুখে মেয়ের ধর্ষণের কাহিনী বড় কষ্টের, বড় নির্মম' – গত ৭ ডিসেম্বর গাইবান্ধা পৌর শহীদ মিনার চত্বরে জেলা নারীমুক্তি কেন্দ্র আয়োজিত নারী নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনে এই বেদনার কথাই তুলে ধরলেন একুশে টিভির স্থানীয় প্রতিনিধি আফরোজা লুনা। তার আগেই হৃদয়হীন সমাজের এক বর্বরতার ইতিহাস বিবৃত করেছেন ধর্ষিতা রাবুর বাবা। মেয়েকে নিয়ে থানায় ধর্ণা দিয়েছেন দুবৃত্ত-ধর্ষকের বিচারের দাবিতে। অপরাধীর শাস্তি মেলেনি। মিলবে কি করে? যাদের উপর দায়িত্ব বর্তেছে মানুষকে রক্ষা করার, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার তারাই আজ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করছে।

কিশোরী সীমার জীবনের ইতিহাসও সেই বর্বরতার করুণ সাক্ষ্য। রাতের অন্ধকারে অসহায় মেয়ে আশ্রয় চেয়েছিল গোবিন্দগঞ্জ থানায়। থানা হেফাজতেই ধর্ষণের শিকার হয় সে। এই পাশবিক ঘটনায় স্তম্ভিত হয়েছে সমস্ত বিবেকবান মানুষ। সীমাই তো শুধু নয় – রিক্তা, রোকসানা, ময়না, রাবুদের নামের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। এই দেখে দেখে মা-বাবাদের আতঙ্ক-উৎকণ্ঠায় সময় কাটে – মেয়েটি স্কুলে গিয়েছে, ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরতে পারবে তো? নাকি পথে বখাটেদের হাতে রিক্তার মতো পরিণতি হবে? এই দুর্বিষহ অবস্থার কি প্রতিকার নেই? *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বামপন্থীদের নেতৃত্বে গণআন্দোলনের শক্তি গড়ে তুলুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। বিএনপি যে-কোনো কৌশলে ক্ষমতায় যেতে জামাত-হেফাজতের মতো মৌলবাদী শক্তিগুলোকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, যার ফলে দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ বাড়ছে।

নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ
কিন্তু নির্বাচন মানেই গণতন্ত্র নয়

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া হলো নির্বাচন, যার মাধ্যমে মানুষ ভোট দিয়ে তার পক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এদেশে বুর্জেয়া গণতন্ত্র আজ এমন অধঃপতিত অবস্থায় গিয়েছে যে স্বাভাবিক নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াও বজায় রাখতে পারছে না। ক্ষমতা থাকাকালে গণবিরোধী নানা কর্মকাণ্ডে, সন্ত্রাস-দুর্নীতি-দলীয়করণ, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি কারণে যে জনবিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়, তার ফলে ভোট দেওয়ার অধিকার জনগণের উপর ছেড়ে দিতে এরা অপারগ। এ হলে ভরাডুবিকেই তাদের মেনে নিতে হবে। ফলে ক্ষমতাসীনরা সংবিধান সংশোধন, নির্বাচনী ব্যবস্থা ও প্রশাসনের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দলীয়করণ করে পুনরায় ক্ষমতায় আসবার মরিয়া চেষ্টা করে। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের ব্যবস্থা যদি থাকেও, তাতে নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত নির্বাচনের গ্যারান্টি কতটুকু? নির্বাচনে পেশিশক্তি, আঞ্চলিকতা, ধর্মের ব্যবহার, টাকার ছড়াছড়ি ইত্যাদি থাকে বলে মানুষের পক্ষে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা প্রতিনিধি নির্বাচন সম্ভব হয় না। এভাবে বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বারবার লুটেরা-স্বৈরাচারী শাসকদের দুঃশাসনে নিপতিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক সব অধিকার ভূলুণ্ঠিত করে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ধ্বংস করে এরা শাসন পরিচালনা করে এবং পাঁচ বছর পরপর নির্বাচন অনুষ্ঠানকেই এরা গণতন্ত্র বলে চালিয়ে দেয়। ফলে একই নীতির অনুসারী এক দলের পরিবর্তে অন্য দলের ক্ষমতায় আসা এ দৃশ্য দেখে মানুষ ভাবে 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'। বাস্তবিকপক্ষে রাবণদেরই আমরা নির্বাচন করি।

বিরোধী জোটের ৫ বছরের আন্দোলনে জনস্বার্থের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না

বিএনপি'র নেতৃত্বে ১৮ দলীয় জোট ৫ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ড চালালেও সেখানে জনস্বার্থ ছিল অনুপস্থিত। জনগণকে পক্ষে টানার জন্য কিছু কথা কখনও কখনও তুললেও সেগুলো নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী লড়াইয়ের পথ পরিহার করে সরকারকে অভিযুক্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে কর্মীনির্ভর আনুষ্ঠানিকতার বাইরে তা যায়নি। জনগণের কাছে গিয়ে তাদের ভাবিয়ে তোলা, যুক্তি করা – এসব তাদের চিন্তারও বাইরে। এসব না করলেও তাদের স্বার্থপুষ্ট মিডিয়ার বদৌলতে প্রচারে এতটুকু বিঘ্ন ঘটবে না – এটা তারা জানে। ফলে তাদের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে ককটেল, পেট্রোল বোমা, ভাংচুর, সহিংসতা। যথারীতি সরকারও পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দমন-পীড়নের পথেই চলেছে। কথা ও পেশিতে পরস্পরকে ঘায়েল করার রীতির মধ্যে গণতন্ত্রের এতটুকু অবশেষ আর থাকেনি। এদের গণবিচ্ছিন্ন পাল্টাপাল্টিতে জনগণের পক্ষে 'নিরাপদ দর্শক' হয়ে থাকারও উপায় নেই – কারণ প্রধান আঘাতটা আসে তাদেরই উপরে। কিন্তু তারপরও জীবনের সাথে সম্বন্ধহীন মল্লযুদ্ধ জনগণের চেতনার জগতকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই চলেছে বিগত ৫ বছর এবং তার পূর্বের সময় জুড়ে।

নীতিহীন দোষারোপের রাজনীতি
অধিকার হারিয়ে পুড়ছে জনগণ

সন্ত্রাসের মাধ্যমে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি করে বিএনপি চাইছে আওয়ামী লীগকে চাপে ফেলতে। আওয়ামী লীগ চাইছে এসব ঘটনা জনসমক্ষে তুলে ধরে বিএনপিকে জনবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করতে। এভাবে উভয়েই যার যার রাজনৈতিক ফায়দা তুলছে। পেট্রোলবোমা-সহিংসতার দায় আওয়ামী লীগ চাপাচ্ছে বিএনপির উপর, আর বিএনপি বলছে, এজেন্সির মাধ্যমে এসব সরকারের কাজ। পারস্পরিক দোষারোপে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের জীবনে। ২০০৪ সালেও যখন শেরাটন হোটেলের সামনে বাসে আগুন দিয়ে ১১ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, তখন বিরোধী দলে থাকা আওয়ামী লীগ বলেছিল, এটা সরকারের কাজ। এরা একদল অন্যদলের অপকর্ম দেখিয়ে নিজেদের অপকর্ম জায়েজ করে। কিন্তু মাঝখান থেকে এদের নীতিহীন সংঘাতে পুড়ছে সাধারণ মানুষ, ভুগছে সাধারণ মানুষ। খর্ব হচ্ছে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার।

চলমান বুর্জোয়া রাজনীতিতে কোথাও এতোটুকু নীতির অবশেষ নেই। দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে, অনেক রক্তের বিনিময়ে এদেশের মানুষ একবার ১৯৭১ সালে পরাজিত করেছে পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর ঘাতক রাজাকার-আলবদরদের। ১৯৯০ সালেও মানুষ রক্ত দিয়ে স্বৈরাচারী এরশাদকে হটিয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস! ক্ষমতায় যাওয়ার স্বার্থে আওয়ামী লীগ-বিএনপি দুই দল কখনো পরাজিত যুদ্ধাপরাধী জামাত-শিবিরের সাথে, কখনো পতিত স্বৈরাচার এরশাদের সাথে হাত মিলিয়েছে। নীতিহীন ক্ষমতাযুদ্ধে সহযোগী হিসেবে যুদ্ধাপরাধী মৌলবাদী শক্তিকে পাশে পেতে চেয়েছে বিএনপি-আওয়ামী লীগ। যে কারণে '৯২ সালে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সংগঠিত গণআদালতের রায় গত ২১ বছরেও বাস্তবায়িত হয়নি। বিএনপি প্রত্যক্ষভাবে সেদিন রক্ষা করেছিল জামায়াতকে, আর আওয়ামী লীগ ওই আন্দোলনকে ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে পরবর্তীকালে এই ঘাতকদের সাথেই ঐক্য করে বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে হটিয়েছিল। অন্যদিকে বিএনপি তো জোট গঠন করে রাজাকার-আলবদরদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা ওড়াতে সহযোগিতা করেছিল।

এখন একদলের গলায় মালা হয়েছে পতিত স্বৈরাচার, অন্যদলের বগলের তলায় পরাজিত যুদ্ধাপরাধী রাজাকার। শাসকগোষ্ঠীর আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে পতিত স্বৈরাচার আমাদের উপহার দিয়েছে রাজনৈতিক তামাশা ও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে বুর্জোয়া রাজনীতির দেউলিয়াত্ব। আর পরাজিত যুদ্ধাপরাধী জামাত-শিবির চক্র উপহার দিয়েছে সন্ত্রাসী তাণ্ডব, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা।

এরাই মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটায়
আবার তার বিপদ দেখিয়ে ক্ষমতার পথ প্রশস্ত করতে চায়

সীমাহীন আত্মত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। সেদিন সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী শক্তি ধর্মের নামে শোষণমূলক পাকিস্তান রাষ্ট্রের পক্ষে অবস্থান নিয়ে নির্বিচারে মানুষ হত্যা, নারী নির্যাতন, লুণ্ঠনের কাজে লিপ্ত হয়েছিল। এতবড় মানবতাবিরোধী, গণহত্যাকারীদের বিচার না হলে মুক্তিযুদ্ধের নৈতিক অবস্থানটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও ভূলুণ্ঠিত হয়। যে কাজটি স্বাধীনতার পর পরই সম্পন্ন হতে পারতো, শাসক দলগুলো গত ৪২ বছরে তা করেনি। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রথম মাসেই শুরু হয়েছিল, যা এখনো বন্ধ হয়নি। ৪২ বছরে শাসক দলগুলোর প্রশ্রয়ে নিশ্চিহ্নপ্রায় ও পরাজিত মৌলবাদী শক্তি এখন সন্ত্রাসী চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

আজকে মৌলবাদী শক্তির ভয়াবহ সহিংস চেহারা দেখে আমরা অনেকেই উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত। এটা কিন্তু নতুন কোনো চিত্র নয়। মৌলবাদী শক্তির এই বিপদ আমরা দেখেছি জেএমবি-বাংলা ভাইদের রূপে, দেখেছি দেশের ৬৩টি জেলার ৫ শতাধিক স্থানে একযোগে বোমা হামলার মধ্য দিয়ে। এই বিপদ আমরা দেখেছি হেফাজতের চেহারায়। কিন্তু কেন বার বার এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়? কেমন করে এ বিপদের হাত থেকে যথার্যই আমরা মুক্তি পেতে পারি – এ বিষয়গুলো না ভেবে তাৎক্ষণিক কোনো সমাধান কি সুফল বয়ে আনবে?

আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণের বিরাট সুমহান আত্মত্যাগ সত্ত্বেও একটি বড় দুর্বলতা থেকে গিয়েছিল। মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান আন্দোলনের ধারায় গড়ে ওঠা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে আধুনিক গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক আন্দোলনকে পরিচালিত করা যায়নি। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে বুর্জোয়াদের পক্ষে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীনভাবে লড়াই পরিচালনা করা আজকের দিনে আর সম্ভব নয়। এটা তাদের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকেই এ দুর্বলতা স্পষ্ট ছিল। কিন্তু এদেশের বামপন্থী দলগুলোও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক এই সংগ্রাম এগিয়ে নিতে পারেনি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে শাসকগোষ্ঠীর সকল অংশ ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছে, মানুষের ধর্মানুভূতিকে কাজে লাগিয়েছে, বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও সামাজিক শক্তির সাথে নানা মাত্রায় আপস-সমঝোতা করেছে। পাশাপাশি শিক্ষাসহ যে সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর সাম্প্রদায়িক চিন্তার জন্ম হয় তাকেই প্রত্যেক শাসকই উৎসাহিত করেছে। সাংবিধানিক অঙ্গীকারকে পাশ কাটিয়ে একধারার শিক্ষার বদলে মাদ্রাসা শিক্ষাসহ চার ধারার শিক্ষা বহাল রেখেছে যা সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তির আবাদভূমি হিসাবে কাজ করেছে।

এখানে আরো একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। সেটি হল, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে গণআন্দোলনের অনুপস্থিতি। বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী যে গণবিরোধী দুঃশাসন আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে – মানুষ তার থেকে রেহাই পাবার কোনো যথার্থ ও কার্যকর পথ দেখতে পায়নি। বামপন্থী দলগুলোও গণআন্দোলনের পথে শক্তি সঞ্চয় করে মানুষকে পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। বারে বারে ব্যর্থতার পরিণতিতে মানুষের যুক্তিবাদী মন ও গণতান্ত্রিক চেতনা বিনষ্ট হয়েছে। এর থেকে সৃষ্ট মানুষের ক্ষোভ-হতাশা মৌলবাদী চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকে পড়ার অন্যতম কারণ।

যুদ্ধাপরাধী-মৌলবাদীদের ঠেকাতে 'মন্দের ভালো' হিসেবে হলেও আওয়ামী লীগের একতরফা নির্বাচনকে সমর্থন জানাতে হবে – আজকে আওয়ামী লীগ জনগণকে এ সমীকরণের সামনে দাঁড় করাতে চায়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, জনগণের চাওয়া আর সরকারের চাওয়ার মাঝে বিস্তর ফারাক আছে – গত ৪২ বছরের ইতিহাস তার সাক্ষী। এ দুটোর মৌলিক তফাৎটি ধরতে না পারলে আমরা বর্তমান শাসকদের অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদী তৎপরতার সহযাত্রী হয়ে যাবো।

বিরোধ এদের গদি দখলের প্রশ্নে
দেশ পরিচালনার নীতিতে এরা একই

বর্তমান অচলবস্থার সুযোগে বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। স্বল্প আয়ের, সীমিত আয়ের মানুষের কি হবে – তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান কুশীলব গার্মেন্টস শ্রমিকরা বাঁচবে কি করে – তার জবাব সরকারের কাছে নেই। বিরোধী দলও নিশ্চুপ। কারণ এরা উভয়েই মালিক পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে চলে। চরম দুর্ভোগে নিপতিত শ্রমিকরা বিক্ষোভ করলে শিল্প ধ্বংসের আখ্যা দিয়ে পুলিশি হামলা-মামলা, ভয়-ভীতি দেখিয়ে দমন করে। মালিকদের মজুরি নিয়ে নানা তালবাহানা, হা-পিত্তেশের নাটক শেষে শ্রমিকদের বাধ্য করা হয়েছে ৫৩০০ টাকা মজুরিতে। 'বেশি মজুরি দিলে গার্মেন্টস টিকবে না' – এ বকুনির আড়ালে নির্ধারণ করা বেতনে একজন শ্রমিক, ন্যূনতম পুষ্টি চাহিদা মেটানোর নিরিখে কিভাবে অর্থনৈতিক জীবন নির্বাহ করবে – এ মূল প্রশ্নটিকেই চাপা দিয়েছে। ন্যায়নিষ্ঠ শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতাও এক্ষেত্রে মালিক ও সরকারকে সুযোগ করে দিয়েছে। ৩৫-৪০ লক্ষ শ্রমিকের স্বার্থে বিএনপির কোনো কথা নেই। নিজেদের প্রতিযোগিতা ও বিরোধের জেরে একটি গার্মেন্ট কারখানায় আগুন লাগানো হলে মালিকের দুঃখে খোদ প্রধানমন্ত্রী কেঁদে আকুল হয়েছেন। আর হরতাল-অবরোধের দোহাই তুলে গার্মেন্ট মালিকরা সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছেন নানা সুবিধা।

দেশের অপর প্রধান জনগোষ্ঠী গ্রামের গরিব-মাঝারি কৃষক, ভূমিহীন দিনমজুর-ক্ষেতমজুরদের জীবনে যে দুর্বিসহ অবস্থা নেমে এসেছে সেটা নিয়েও সরকারি-বিরোধী কোনো পক্ষই উদ্বিগ্ন নয়। চাষী সবজি বিক্রি করতে পারছে না, সার-ডিজেল-কীটনাশকের দাম আকাশ ছোঁয়া। চাষীদের মাথার ওপর এনজিও-মহানজী ঋণের বোঝা। গ্রামে কাজ নেই। বর্তমান বা অতীতের কোনো শাসকই এ দুরবস্থা থেকে কৃষকদের রক্ষা, কৃষি রক্ষার কোনো উদ্যোগ নিয়েছে কি? শাসকদের একই নীতি নারীদের বিষয়েও। নারীর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, নিরাপদ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ এর কেউ নেয়নি। এদের শাসনের বদৌলতেই দিন দিন বাড়ছে নারী নির্যাতন। ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার, জনগণের স্বাস্থ্যের অধিকার – সকল প্রশ্নেই আমাদের শাসকরা এক ও অভিন্ন নীতি নিয়ে চলে। তারপরও তারা নাকি জনগণের অধিকারের জন্য লড়াই করছে!

মার্কিনীদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগের স্বার্থে ১১ বছর ধরে কখনও TIFA, সর্বশেষ TICFA নামে চুক্তি করার প্রচেষ্টা নির্বাচনকালীন সময়ে এসে সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনকালীন সরকারের এখতিয়ার বহির্ভূত এ চুক্তি সম্পাদন বিশ্বমোড়ল মার্কিনীদের সন্তুষ্ট করার স্বার্থে – এটা সহজেই বোধগম্য। জনগণের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে দেশপ্রেমিক বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি যখন এ নিয়ে বিরোধিতা করছে তখন বিএনপি এটাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক স্বার্থ প্রসারিত হবে এবং এটা আরো আগেই করা উচিত ছিল।

সরকারে থাকলে আওয়ামী লীগ-বিএনপি উভয়েই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকারী ব্যবসায়ী-সিন্ডিকেটের স্বার্থ রক্ষা করে। জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, সার, গাড়িভাড়া, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সেবাখাতে বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ করে মূল্য বৃদ্ধি ঘটায়। অপরদিকে, এমপিদের বিলাসবহুল গাড়ি আমদানিতে ট্যাক্স ছাড় দেয়, সামরিক বাহিনীসহ অনুৎপাদনশীল খাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপব্যয় করে। এরা উভয়ই গরিবকে শোষণ করে ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করে। মুক্তবাজার-বিশ্বায়ন-উদারীকরণের পথে অর্থনীতি চালায়। দেশের সম্পদ কয়লা-গ্যাস উত্তোলনের জন্যে এরা সবাই বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাথে জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি করেছে। দুর্নীতি-সন্ত্রাস-দলীকরণে এরা কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই। সম্প্রতি নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারি কর্মকর্তাদের খুশি করতে ৫০ পদের গ্রেড উন্নীত করা হয়েছে। নির্বাচনের সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিরা নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধার সাথে যুক্ত হচ্ছেন। আবার বিগত সরকারের অনুগত কর্মকর্তাদের প্রায় ১০০০ জন ওএসডি হয়ে বসে আছেন। সরকার পরিবর্তন হলে দেখা যাবে একদলের পদোন্নতি ঘটবে আর একদল এভাবে ওএসডি হয়ে বেতন গুনবেন। এভাবে গত ৪২ বছর ধরে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে। সামগ্রিক ফলাফলে দেশে একদল কোটিপতি ফুলেফেঁপে উঠেছে, অন্যদিকে গরিব-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তদের জীবন চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো যার যার স্বার্থ হাসিল করেছে
দলগুলো বিকিয়ে দিচ্ছে দেশের স্বার্থ

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার অধীনে আজ সারাদুনিয়ার পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে। মূলত পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আজ একে অপরের পরিপূরক কিন্তু স্বার্থ নিয়ে পরস্পরের বিরোধও আছে। প্রবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ে চীনের উত্থান, ভারতের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি অপরাপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে হুমকির মুখে ফেলেছে। আর এই বিশ্বপরিস্থিতিতে বাংলাদেশ নানা কারণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভারত চাইছে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ তাদের নিয়ন্ত্রণে ও কর্তৃত্বে আটকে রাখতে। চীন ও ভারতকে মোকাবেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং বঙ্গোপসাগরকে ব্যবহার করতে চায়। এর বাইরে অন্যান্য ছোট-বড় শক্তিরও অর্থনৈতিক স্বার্থ বাংলাদেশকে ঘিরে আছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্য ফয়সালা করতে এসব সাম্রাজ্যবাদী দেশ এবং বিশ্বব্যাংক-জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা বাংলাদেশ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন। আমাদের শাসক দলগুলোও তাদের ওপর নানা মাত্রায় নির্ভর করে আছে। এদের কাছে জাতীয় স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ এসবের কোনো অর্থ নেই।

শাসকগোষ্ঠী কেন সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর? এর একটি কারণ আগেই বলা হয়েছে যে আজকের বিশ্ব ব্যবস্থা নানা দিক থেকে আন্ত-সংযোগে সম্পর্কিত। অন্য একটি কারণ হল, এখানকার বুর্জোয়া শক্তিগুলো এককভাবে দেশের বাজার বিকশিত করার ক্ষমতা রাখে না, কিন্তু এরাই *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গণআন্দোলনের শক্তি গড়ে তুলুন

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর) আবার বাইরের বাজারেও ভাগ বসাতে চায়। যেমন গার্মেন্ট-সহ রপ্তানীমুখী বিভিন্ন শিল্পের মালিকরা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর বাজারে নিজেদের পণ্য রপ্তানির সুযোগ চায়। ফলে সাম্রাজ্যবাদের সাথে তাদের সম্পর্ক দর-কষাকষির। আর সর্বোপরি আওয়ামী লীগ-বিএনপি উভয় দলই জানে তাদের জনবিরোধী শাসনে জনগণের ওপর শেষ পর্যন্ত ভরসা করা যায় না। জনগণকে এরা কোনোভাবেই বিশ্বাস করে না। যে কারণে এরা জনগণের কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার ও দাবি-দাওয়া নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথে পা দেয় না। আজকের বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তি সবচেয়ে বেশি ভয় পায় জনগণের উত্থানে, গণআন্দোলনে।

চাই গণআন্দোলন
চাই জনগণের শক্তির উত্থান

অনিশ্চিত জীবনের নিশ্চয়তা খুঁজতে নাসিমা বরিশাল থেকে এসেছিল ঢাকায় – এসে পুড়ে মরল। মনিরের ঢাকা দেখার সাধ অঙ্গার হয়েই মিটল। মতিঝিলে একটি কিশোর গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে থাকল রাজপথে – সাংবাদিকদের ছবি তোলার হুড়াহুড়ির মাঝেই সে মারা গেল। মরছে কে? মন্ত্রী, এমপি, বড় নেতাদের আত্মীয়-পরিজন নয়। সাধারণ মানুষ - যারা রাজনীতিকে তাদের বিষয় নয় বলে মনে করে। নষ্ট রাজনীতি থেকে দূরে থেকে, ঘৃণা করেও তার প্রভাব থেকে বাঁচা যায়না। আপনিও হতে পারেন সেই বাসের যাত্রী, একটু পরেই আপনার শরীর ঝলসে যেতে পারে। আপনিও হতে পারেন সেই নিরীহ পথচারী, ককটেলের আঘাতে একটি মুহূর্তেই আপনার জীবনের শেষ মূহুর্ত হতে পারে। কিংবা বার্ন ইউনিটে প্লাস্টার করা শরীরে যন্ত্রণায় প্রতি মুহূর্তে কাতরাতে থাকবেন। চোখে জল নিয়ে উদ্বিগ্নতা নিয়ে হাজার বছরের মত একটি একটি করে রাত পার করবেন আপনার স্বজনেরা। অথবা আপনি মরে গেলেন তো বাঁচলেন। আর আপনার স্বজনেরা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে মৃত্যুর ভার বইবেন সারা জীবন।

উদ্বিগ্নতা, হাসফাঁস, অস্থিরতা, ব্যাকুলতা – এসব মৃত্যুর চেয়ে কম কিসে? মৌলানা ভাসানি বলেছিলেন, রাজনীতি হলো মহৎ কর্মপ্রয়াস। এখন রাজনীতির কেন্দ্র থেকে মানুষ নির্বাসিত। মানুষ কিভাবে বাঁচবে, মর্যাদার জীবন পাবে – এ এখনকার রাজনীতির বিষয়ই নয়। লুটপাট-দুর্নীতির অর্থনীতির চালকের আসনে কে বসবে, দেশেরে সম্পদ কে লুটপাট করবে তাই নিয়েই তো বিরোধ! এক বিশেষ পরিস্থিতিতে কবি নবারুণ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন : "এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না,/ এই জল-াদের উল-াস মঞ্চ আমার দেশ না,/ এই রক্তস্নাত কসাইখানা আমার দেশ না।" সত্যিই তো এমন দেশ মুক্তিযোদ্ধারা চায়নি, আমরা চাইনি – কিন্তু শাসক বুর্জোয়া দলগুলো আমাদের জিম্মি করে, আমাদের অজ্ঞতা, অসচেতনতা ও বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে এ অবস্থা তৈরি করেছে। দায় আমাদেরও কম নয়। স্বাধীনতার পর গত ৪২ বছরের বুর্জোয়া দল ও শক্তির নীতিহীন লুটপাট ও দুঃশাসন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমস্ত অর্জনকে ভুলুণ্ঠিত করেছে, পদদলিত করেছে। আজও তাই করে চলছে। আর আমরা কেউ ঘৃণা প্রকাশ করছি, কেউ ক্ষুব্ধ হচ্ছি, কেউবা নির্লিপ্ত হয়ে থাকছি। কিন্তু এ সবে কি কোনো ফলাফল দাঁড়াবে – আমাদের স্বার্থের রাজনীতি যদি গড়ে না তুলি?

দেশের পরিস্থিতি যে দিকে চলেছে তাতে আমাদের সামনে দুই ভয়াবহ বিপদ – একদিকে একতরফা নির্বাচনের পথে সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির কবর দিয়ে প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রীয় ফ্যাসিবাদ; অন্যদিকে একাত্তরের পরাজিত ঘাতকদের সাথে নিয়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের সহিংসতা, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস। বুর্জোয়া রাজনীতি জনগণকে উপায়হীনভাবে ঠেলে দিচ্ছে এই দুই বিকল্পের যে কোনো একটিকে বেছে নিতে। এর কোনোটিই তো আমাদের চাওয়া নয়, আমাদের কাম্য নয়। কিন্তু এ পরিস্থিতির কোনো চটজলদি সমাধানও নেই। এটা আমাদের মনে করা না করার বিষয় নয়। এটা ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষা। বহু দিন ধরে বিন্দু বিন্দু যে সংকটের পাহাড় গড়ে ওঠেছে, তাকে এক মুহূর্তের এক ধাক্কায় সরিয়ে দেয়া যায় না। বহু বছরের প্রাচীন মহীরুহকে এক টানে উপড়ে ফেলা যায় না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধও একদিনের ফসল নয়। আমরা মনে করি, এ পরিস্থিতির একটাই বিকল্প – পুঁজিবাদী শোষণ-বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা উচ্ছেদের লড়াই। এই লক্ষ্যে আজ প্রয়োজন জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, দ্রব্যমূল্য, সন্ত্রাস-সাম্প্রদায়িকতা, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার, নারী নির্যাতন, শ্রমিক-কৃষকের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে তিল তিল করে গণআন্দোলন গড়ে তোলা, তাকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেয়া। একমাত্র গণআন্দোলনের পথেই জনগণের শক্তির উত্থান ঘটিয়েই এ দুঃসহ পরিস্থিতির অবসান ঘটানো সম্ভব, সম্ভব স্বাধীনতার অপূরিত স্বপ্ন – গণতান্ত্রিক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাওয়া।

একতরফা নির্বাচনের তামাশা স্থগিত করুন
আন্দোলনের নামে হত্যা-খুন বন্ধ করুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সহিংস যাবতীয় অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করারও আহ্বান জানান। তারা সরকারকে দেশের জনগণের জানমালের হেফাজতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান। তারা বলেন, কোনো অজুহাতেই এই দায়িত্ব অবহেলার সুযোগ নেই। তারা অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি পুনর্ব্যক্ত করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাম মোর্চার সমন্বয়ক বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক ও মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, জোনায়েদ সাকি, অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, শহিদুল ইসলাম সবুজ, হামিদুল হক, মহি-নুদ্দিন চৌধুরী লিটন, এড. আব্দুস সালাম, বহ্নিশিখা জামালী, ফখরুদ্দিন কবীর আতিক, মোফাজ্জেল হোসেন মোস্তাক প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী নির্বাচন কেন্দ্রীক রাজনৈতিক সংকটের সমাধান না করে সরকার ও নির্বাচন কমিশন একতরফা নির্বাচনের এক ভয়ংকর খেলায় লিপ্ত রয়েছে। সরকারের এই সাজানো নীল নকশার নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী গতকাল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার শেষ হয়েছে এবং আজ প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ চলছে। ইতিমধ্যে নজিরবিহীনভাবে প্রায় দেড়শত জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতও হয়েছেন। সরকারী দল আওয়ামী লীগ নিজেদের জোট ও সরকারের মিত্রদের মধ্যে আসন ভাগাভাগিও চূড়ান্ড় করে ফেলেছেন। নির্বাচনের নামে নিজেদের মধ্যে সীট ভাগাভাগি করার এই ধরণের তামাশা ১৯৯৬ এর পর বাংলাদেশে আর দেখা যায়নি।

তারা বলেন, জাতীয় নির্বাচন নিয়ে সরকারের এই খেলায় এরশাদের জাতীয় পার্টিকে ধরে রাখতে সরকার তথা সরকারী দল যা করছে তা নিকৃষ্ট ধরণের রাজনৈতিক নোংরামি ছাড়া আর কিছু নয়। রাজনীতির নামে কেনাবেচা, উৎকোচ, প্রলোভন, চাপ, হুমকী প্রভৃতি এখানকার লুটেরা শাসকশ্রেণীর অধঃপতিত কুৎসিত রাজনীতিরই বহিপ্রকাশ। এরশাদ ও তার জাতীয় পার্টিকে নিয়ে আওয়ামী লীগ-বিএনপির অশ-ীল টানাটানি রীতিমত জাতীয় লজ্জায় পরিণত হয়েছে। এসব অপতৎপরতা এখানকার শাসকশ্রেণী ও তাদের দলসমূহের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বকে কেবল বারবার সামনে নিয়ে আসছে। নেতৃবৃন্দ পরিস্কারভাবে বলেন যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে নির্বাচনের বাইরে রেখে রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ করে জোরজবরদস্তির মাধ্যমে নির্বাচনের পাঁয়তারা দেশকে নজিরবিহীন সংঘাত, সংঘর্ষ ও রক্তপাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ১৯৯৬ সালে জনগণ যেমন বিএনপির একতরফা নির্বাচন প্রত্যাখান করেছিল তেমনি এবারও দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের একতরফা নির্বাচন প্রত্যাখান করবে।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, আন্দোলনের নামে বিএনপি-জামায়াত জোট দেশব্যাপী পরিকল্পিত সহিংসতা, হত্যা, সন্ত্রাস, রেল, বাস, প্রাইভেট গাড়ী, সি এন জি, মটর সাইকেল, রিকশায় যখন তখন যথেচ্ছ অগ্নিসংযোগ, রেল লাইন উপড়ে ফেলা, বিদ্যুৎ অফিস, রেলস্টেশন, থানাসহ সরকারি-বেসরকারি স্থাপনায় বেপরোয়া হামলা-আক্রমণ, ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ধ্বংসাত্মকভাবে অবরোধ সৃষ্টিসহ সশস্ত্র সন্ত্রাসী তৎপরতার মধ্য দিয়ে যে নৈরাজ্যিক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে তা অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। এর সাথে প্রচলিত ধারার গণআন্দোলন-গণসংগ্রামের কোন সম্পর্ক নেই। দৃশ্যত এদের কথিত আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ আজ পেশাদার সন্ত্রাসী ও বোমাবাজদের হাতে। বিএনপির জামায়াত-শিবির নির্ভরতার কারণে সশস্ত্র সহিংস তৎপরতা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গণআন্দোলনের চাপে ৭১-এর চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল-ার ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়েছে। দেশের মানুষ যখন প্রত্যাশা করছে সকল চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের উপযুক্ত বিচার হবে ও বিচারের রায় দ্রুত কার্যকর হবে তখন যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল-ার ফাঁসির রায় ও তা কার্যকরি করাকে কেন্দ্র করে জামায়াত-শিবির দেশব্যাপী পুরোপুরি অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। জনসম্পৃক্ত কর্মসূচির পরিবর্তে বিএনপি-জামায়াত জোট আজ সরকারের সাথে পাল্টা শক্তি প্রদর্শনের সহিংস প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই অবস্থায় দেশের মানুষ আজ গত ৪২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে অসহায়, বিপন্ন ও নিরাপত্তাহীন। সরকার মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-জামায়াতের শক্তি পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় কোটি কোটি মানুষ জিম্মী। দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ঢাকা কার্যত বিচ্ছিন্ন। শিল্প, ব্যবসা, বানিজ্য স্থবির হয়ে পড়েছে; উৎপাদক কৃষক সমূহ লোকসানের মুখোমুখি; শ্রমজীবী ও নিম্নবিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বেকার এবং দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ড় রপ্তানী বানিজ্য গুরুতর হুমকির মুখে। এই অসহনীয় পরিস্থিতির দায়দায়িত্ব আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-জামায়াতকে বহন করতে হবে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ এই অবস্থা আর কোনভাবেই চলতে দিতে পারেনা।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) আইন আছে, আইনের শাসন সমাজে নেই। অপরাধীরা ক্ষমতাসীনদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ঘুরছে। যেটুকু সাজা হয় বিভিন্ন সময় তাও লঘু। আবার, নারী নির্যাতনের প্রতিকার নিপীড়কের শাস্তি দিলেই কি শেষ হয়ে যাবে? না। দিনে দিনে সমাজে নির্যাতনের মাত্রা বাড়ছে। এর কারণ কি? মূল কারণ নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। ব্যক্তিগত মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজে নারীও পুরুষের সম্পত্তি বিশেষ। সম্পদ মানুষ যেমন ভোগ করে, নারীকেও দেখে সে ভোগেরই দৃষ্টিতে। টিভিতে নারীদেহকে কেন্দ্র করে অশ্লীল বিজ্ঞাপন, পর্ণোগ্রাফির বিস্তার, মদ-জুয়ার আসরের প্রসার ঘটছে সরকারের ছত্রছায়ায়। ক্ষমতাকেন্দ্রিক অপরাজনীতি আর ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রভাবে এভাবে যুবসমাজের নৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেয়া হচ্ছে। এই কারণে সমাজে নারী নির্যাতন বাড়ছে। তাই নির্যাতন বন্ধ করতে অশ্লীল নাচ, মদ জুয়ার আসর বন্ধ করা দরকার। অথচ সবই সরকারের নাকের ডগায় ঘটলেও কেউ দেখছে না।

চোখের সামনে সন্তানের মতো ছেলেরা বিপথগামী হচ্ছে – এই কষ্টকে প্রতিবাদের ভাষা দিতে এগিয়ে এসেছিলেন শুভাসিনী দেবী। নারীমুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলা শাখার সহ-সভাপতি শুভাসিনী দেবী প্রতিবাদ সমাবেশ ডেকেছিলেন। দুবৃত্তরা হামলা করে সভা পণ্ড করে দেয়। এতে শুভাসিনী দেবী সহ কয়েকজন আহত হয়। একই ভাবে রিক্তা ও ময়নার ধর্ষণের প্রতিবাদেও নারীমুক্তি কেন্দ্র আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় নারী নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনের আয়োজন করে। ক্ষমতায় থাকা ও যাওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগীতায় অস্থির দেশের রাজনীতি। সারাদেশে বিরোধী দলের অবরোধ কর্মসূচি। ফলে কোনো যানবাহন চলেনি। ককটেল-বোমা এবং যানবাহনে অগ্নিসংযোগে মানুষ মরছে প্রতিদিন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতিকর অবস্থা। এতসব প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তিন শতাধিক নারী-পুরুষ জমায়েত হয়েছিল জেলা শহরের পৌর শহীদ মিনার চত্বরে। অবরোধের কারণে জমায়েত হতে দেরী হয়। ফলে দুপুর ১২টায় তিন শতাধিক নারী ব্যানার, ফেস্টুন এবং লাল পতাকা হাতে গোটা শহরে মিছিল করে।

জেলা শহর থেকে প্রায় ১৫ কিমি দূরে লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের লেংগা বাজার। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এখান থেকে নারী মুক্তি কেন্দ্রের জেলা সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য পদে। গত কয়েক দিন ধরেই এখানে রাতের বেলায় চলছিল মদ, জুয়া এবং অশ্লীল নৃত্যের আসর। বিক্ষুব্ধ হয় এলাকার জনগণ। সেখান থেকে কনভেনশনে এসেছিল শুভাসিনীর নেতৃত্বে ২৯ জন নারী সহ মোট ৩৫ জন। অর্ধেক রাস্তা রিক্সায় এবং বাকী অর্ধেক রাস্তা পায়ে হেটে মিছিল করতে করতে। শহর তলীর খোলাহাটী ইউনিয়নের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী রিক্তাকে গণধর্ষণ করে হত্যা করে নরপশুরা। সেখান থেকে ৪ কিলোমিটার পথ পায়ে হেটে ব্যানার সহ মিছিল করতে করতে রিক্তার মার নেতৃত্বে ২৫ জন নারী কনভেনশনে অংশ নেয়। কোন ভীতি এবং অবরোধ কর্মসূচীর প্রতিকূলতা এদের আটকাতে পারেনি। ফুলছড়ি উপজেলার মদনের পাড়ার প্রতিবন্ধী শিশু ময়না ধর্ষণের শিকার হয় এক নরপশুর দ্বারা। শিশুটির বাবা-মা একদমই হত দরিদ্র। অপর দিকে ধর্ষক প্রভাবশালী। ভয়ে মুখ খুলতে পারছিল না নির্যাতিতার পরিবার। ধর্ষকের শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসীরা দুই দুইবার রাস্তা অবরোধ করে। বিচার হয় নি। এই বর্বরতার বিচার চেয়ে এ অঞ্চল থেকে ১৬ জন নারী সহ মোট ২২ জন ব্যানার হাতে উপস্থিত হয় কনভেনশনে।

গাইবান্ধা শহর থেকে প্রায় ১৭ কিমি দূরে সাদুল্যাপুর উপজেলার একটি অঞ্চলে নির্যাতিত কলেজ ছাত্রী রাবুদের বাড়ি। কোন যানবাহন না থাকায় আসার প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও খানিকটা পথ রিক্সা, ভ্যানে বাকিটা পায়ে হেটে রাবুর বাবাসহ ৬ জন এসেছিলেন। ব্রক্ষপুত্র নদের কোল ঘেষে গিদারী ইউনিয়ন। গত ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন বাসদ জেলা কমিটির সদস্য প্রভাষক গোলাম ছাদেক লেবু। যোগাযোগ খুব ব্যয়বহুল, তারপরেও এ অঞ্চলের নারী কমরেডরা কনভেনশনে আসার প্রস্তুতি হিসেবে গত এক মাস ধরে বাড়িতে মুষ্ঠির চাল রেখেছে। সেই চাল বিক্রি করে ৩৮ জন নারী সহ ৪২ জন অংশ নিয়েছিলেন। সদর উপজেলার মালিবাড়ী থেকে ৪১ জন, ঘাগোয়া থেকে ১২ জন, দারিয়াপুর থেকে ৫০ জন, রামচন্দ্রপুর থেকে ১৫ জন,পুলবন্দি থেকে ৬ জন নারী অংশ নিয়েছিলেন কনভেনশনে। অবরোধের কারণে সবাইকে শহরের প্রবেশ মুখে রিক্সা-ভ্যান থেকে নেমে ৩ কিমি রাস্তা পায়ে হেটে আসতে হয়েছে।

মায়েরা এসেছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাদের সন্তানদের। অনেকেই কোলের শিশু সন্তানকেও নিয়ে চলে এসেছেন বিবেকের টানে। সাতমাস বয়সী সন্তানকে অন্যের হেফাজতে রেখে চলে এসেছেন গৃহীণী পারুল। কেন এসেছেন শোনাচ্ছিলেন সেই কাহিনী – "আমার উপরও তো যে কোনো সময় আক্রমণ নেমে আসতে পারে। আজকে আমি না আসলে আরেকদিন আমার পাশে কে দাড়াঁবে?"

অধ্যাপক রোকেয়া খাতুনের সভাপতিত্বে কনভেনশনে প্রধান বক্তা ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। আরো বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য ওবায়দুল্লা মুসা, জেলা আহ্বায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, শুভাসিনী দেবী, হালিমা খাতুন, গাইবান্ধা জেলা নাগরিক পরিষদের আহ্বাযক সিরাজুল ইসলাম বাবু, একুশে টিভি'র জেলা প্রতিনিধি আফরোজা লুনা, নির্যাতিত কলেজ ছাত্রী ইসরাত জাহান রাবুর পিতা আব্দুর রউফ এবং নির্যাতনে মৃত্যুবরণকারী রিক্তার পিতা জহুরুল ইসলাম ।

কনভেনশন থেকে নারী নির্যাতন রোধে সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে সর্বব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সর্বস্তরের গণতন্ত্রমনা মানুষকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আরো সংবাদ

বামপন্থিদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন ছাড়া জনগণের পরিত্রাণ মিলবে না

২৩ নভেম্বর সিলেটের জনসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

হবিগঞ্জ : বাসদ হবিগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় আর.ডি হলের সম্মুখে ২২ নভেম্বর বিকাল ৪টায় এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাসদ কনভেশন প্রস্তুতি কমিটির হবিগঞ্জ জেলা সংগঠক শফিকুল ইসলাম। প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী। বাসদ কেন্দ্রীয় প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড উজ্জ্বল রায়, বাসদ কনভেশন প্রস্তুতি কমিটি সিলেট জেলার সদস্য এড. হুমায়ূন রশিদ সোয়েব এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট হবিগঞ্জ জেলার সংগঠক ও বৃন্দাবন কলেজ শাখার আহ্বায়ক জসিম উদ্দিন, সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন তেল,গ্যাস রক্ষা জাতীয় কমিটির হবিগঞ্জ জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক এড.কামরুল ইসলাম,বাসদ নেতা চৌধুরী ফয়সল সোয়েব, এড.জিলু মিয়া, আক্তার হোসেন টিটু,স্বদেশ বার্তার সম্পাদক মুজিবুর রহমান উমেদনগর পৌর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শরাফত উল-া প্রমুখ সভা পরিচালনা করেন বাসদ সংগঠক এনামুল হক।

রাঙ্গামাটি : ১৮ নভেম্বর বিকাল ৩টায় রাঙ্গামাটি সদরস্থ নিউ মার্কেট প্রাঙ্গণে বাসদ এর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দলের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সমন্বয়ক বোধি সত্ব চাকমার সভাপতিত্বে ও কলিন চাকমার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন কমরেড মানস নন্দী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড উজ্জ্বল রায় ও তনয় ত্রিপুরা। সমাবেশ শেষে বাসদের নেতাকর্মীরা মিছিল করে রাঙ্গামাটি শহর প্রদক্ষিণ করে।

রংপুর : ১৬ নভেম্বর বিকেল ৩টায় বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে পায়রা চত্বরে জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। জেলা বাসদ সমন্বয়ক কমরেড আনোয়ার হোসেন বাবলু'র সভাপতিত্বে জনসভায় আরো বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য কমরেড আহসানুল হাবিব সাঈদ, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনজুর আলম মিঠু। পরিচালনা করেন বাসদ জেলা কমিটির সদস্য পলাশ কান্তি নাগ। জনসভা শুরুর আগে একটি মিছিল লালবাগ থেকে শুরু হয়ে পায়রা চত্বর পর্যন্ত নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সিলেট : বাসদ সিলেট জেলার উদ্যোগে ২৩ নভেম্বর বিকাল ৪টায় এক জনসভা ও গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়। জনসভার পূর্বে গণমিছিল স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রারি মাঠ থেকে শুরু হয়ে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে এসে মিলিত হয়। বাসদ সিলেট জেলার আহ্বায়ক কমরেড উজ্জ্বল রায়ের সভাপতিত্বে এবং সদস্য এড. হুমায়ূন রশীদ সোয়েবের পরিচালনায় জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। আরও বক্তব্য রাখেন কমরেড মানস নন্দী ও বাসদ সিলেট জেলা শাখার সদস্য হৃদেশ মুদি। জনসভায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সিলেট জেলা।

চাঁদপুর : ২৩ নভেম্বর চাঁদপুর প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার প্রধান বক্তা ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। বাসদ জেলা আহবায়ক কমরেড আলমগীর হোসেন দুলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা কমিটির সদস্য কমরেড এড. শীতল চন্দ্র ঘোষ, জি এম বাদশা ও বিধু ভূষন নাথ পলাশ। সভা পরিচালনা করেন জেলা বাসদ সদস্য আজিজুর রহমান। এর পূর্বে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী শহরের গুরুত্ব পূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

রোকেয়া দিবসের আলোচনা সভায়
কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

অসাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থায় নারী কোনোদিন মর্যাদার আসন পাবে না

"রোকেয়া শুধু নারী জাগরণের পথিকৃৎ ছিলেন তাই নয়, সেই সময়ে বাঙালি মুসলমান সমাজে চিন্তা-চেতনায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সবার চেয়ে এগিয়ে। তিনি শুধু নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য লড়াই করেননি, সমাজের কূপমণ্ডূক চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধেও তিনি কলম ধরেছেন। অর্থাৎ শুধু নারীদের জন্য কিছু করা নয়, তিনি গোটা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারধারাই পাল্টে দেয়ার লড়াই করেছেন। তিনি তখনকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে এও দেখিয়েছেন যে নারীদের ক্রমাগত বিকাশ ছাড়া পুরুষরাও সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে না। পুরুষ যখন গ্রহ-নক্ষত্রের গতি পরিমাপ করছেন, নারী তখন বালিশের ওয়ারের দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপছেন। নারী-পুরুষের মিলিত এই সমাজেও নারীকে এত পেছনে ফেলে রাখলে পুরুষের চিন্তাও একদিন পিছিয়ে পড়তে বাধ্য। নিজে পর্দাপ্রথার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু স্কুলকে রক্ষার জন্য পর্দা করেছেন। অর্থাৎ একটি বড় সত্যকে প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, অপমান সহ্য করেছেন। কিন্তু এতে ক্ষুব্ধ হয়ে গিয়ে উদ্দেশ্যকে গোলমাল করেননি। এরকম মহৎ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের নবজাগরণের মহৎ চরিত্র বিদ্যাসাগরের জীবনেও দেখা যায়। রোকেয়া ছিলেন তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরী।" রোকেয়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

৯ ডিসেম্বর বাংলার নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার ১৩৩তম জন্ম ও ৮১তম মৃত্যু দিবস। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ নারী মুক্তিকেন্দ্র ঢাকা নগর শাখা আজ সকাল ৮টায় বেগম রোকেয়া হল ঢা.বি.-তে রোকেয়া ভাস্কর্যে পুষ্পমাল্য অর্পণ, বিকেল ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে টিএসসি পর্যন্ত র‍্যালি এবং বিকাল ৪টায় টিএসসি সেমিনার কক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংগঠনের ঢাকা নগর শাখার সভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবির সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক তাসলিমা নাজনীন সুরভীর পরিচালনায় প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। আরো আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও নাট্যকার সামিনা লুৎফা নিত্রা, সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

রোকেয়া দিবস পালন

কারমাইকেল কলেজ : সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার উদ্যোগে ৯ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় কলেজ ক্যাম্পাসে র‍্যালি-আলোচনা সভা ও রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কলেজ কমিটির সভাপতি রেদওয়ানুল ইসলাম বিপুলের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর শাহ মোহাম্মদ মোকছেদ আলী, বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর শাহানা বেগম, অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দিলীপ কুমার রায়, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সদস্য ও জেলা সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু,কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক আবু রায়হান বকশী,সাংগঠনিক সম্পাদক হোজায়ফা সাকওয়ান জেলিড প্রমুখ। সভাশেষে কলেজ অধ্যক্ষ্য রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন।

রংপুর : ৬ নভেম্বর বিকেল ৩টায় বাংলাদেশ নারী-মুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলার উদ্যোগে সাম্যবাদ কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রভাষক আরশেদা খানম লিজুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, কারমাইকেল কলেজের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর সৈয়দা সাহারা ফেরদৌস, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সদস্য ডা. ইয়াসমিন আক্তার টুম্পা, প্রভাষক ফাতেমা বিনতে ইসলাম নাজ, সংগঠনের জেলা সাধারণ সম্পাদক নাজমুন্নাহার লিপি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সহ-সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন প্রমুখ।

বাম মোর্চার বিক্ষোভ

আওয়ামী-বিএনপি-জামাতের অপরাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষের ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলুন

১০ ডিসেম্বর বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বলেছেন, গত ৪২ বছর দেশের মানুষ নিজেদেরকে কখনও এত বিপন্ন, অসহায় ও নিরাপত্তহীন মনে করেনি। ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশী দল ও তাদের নেতা-নেত্রীরা মানুষকে সম্ভবত পোকামাকড়ের বেশী মনে করছেন না। যে কোনভাবে ক্ষমতায় থাকা আর যে কোন মূল্যে ক্ষমতায় আসার উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় দেশের মানুষকে তারা পুরোপুরি জিম্মী করে ফেলেছে। ক্ষমতার সিড়ি হিসাবে খুব নির্মমভাবে তারা সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করছে। এদের সন্ত্রাস ও হত্যা-খুনের অপরাজনীতির সাথে গণতন্ত্রের কোন সম্পর্ক নেই। নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-জামাত জোটের গণবিরোধী অপরাজনীতির বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে প্রতিরোধে সোচ্চার হবার আহ্বান জানান।

বাম মোর্চার সমন্বয়ক সাইফুল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, মোশারফ হোসেন নান্নু, জোনায়েদ সাকি, শহীদুল ইসলাম সবুজ, হামিদুল হক ও মহিনউদ্দিন চৌধুরী লিটন।

তামাশার একতরফা নির্বাচনের তফসিল স্থগিত, আন্দোলনের নামে হত্যা, সন্ত্রাস, আগুনে পুড়িয়ে মানুষ হত্যা বন্ধ এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিতে এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

একতরফা নির্বাচন বাতিল, মানুষ খুনের সহিংস রাজনীতি প্রত্যাখ্যানের দাবিতে ১২ ডিসেম্বর বাসদ ঢাকায় বিক্ষোভ করে

শাসকদের আপসের বিপরীতে গণআন্দোলনের জয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পাকবাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে এরা সারাদেশে গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাসহ মুক্তিকামী দেশবাসীর ওপর বর্বর নিপীড়ন চালিয়েছিল।

স্বাধীনতার পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর সাথে শাসকদের আপস-আঁতাতের আড়ালে চাপা পড়ে যায়, যদিও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো তখন নিষিদ্ধ ছিল। জেনারেল জিয়া তার সামরিক শাসনের পক্ষে শক্তিবলয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে ধর্মভিত্তিক দল ও শক্তিগুলোকে পাশে টেনে নেয়। এর মাধ্যমেই জামাত স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে। সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদের আমলেও এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। সামরিক শাসনকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে প্রণীত রাষ্ট্রধর্ম বিলের মধ্য দিয়ে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী দলগুলোকে রাজনীতি করার অধিকার দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, সামরিক স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে জামাতকে পুনর্বার বৈধতা দেয়া হয়। ১৯৮৬ সালে এরশাদ স্বৈরাচারের পাতানো নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এবং জামাত অংশগ্রহণ করে। ওই সময় থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ জামাতের সাথে সমঝোতা করে চলেছে। এরশাদ পতনের পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে আওয়ামী নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট এবং বামপন্থীদের ৫ দলীয় জোটের পাশাপাশি জামাতকে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল। '৯১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি সরকার গঠনের জন্য জামাতের সমর্থন নেয়। ওই সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত রাষ্ট্রপতি প্রার্থীও জামাতের সমর্থনের আশায় গোলাম আযমের সঙ্গে দেখা করেছিল।

১৯৯২ সালে রাজাকার শিরোমণি গোলাম আযমকে জামাতের আমীর করার খবরে ছাত্র সংগঠনগুলোই প্রথম বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং এ বিক্ষোভ সারাদেশে ছড়িয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত হয় গণআদালত। বিএনপি সরকারের সমস্ত নিপীড়ন নির্যাতন অগ্রাহ্য করে ৯২ সালের ২৬ মার্চ কয়েক লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছিল সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। সেখানে অনুষ্ঠিত গণআদালত গোলাম আযমের অপরাধকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করে এবং তা কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানায়। কিন্তু বিএনপি সরকার গোলাম আযমকে নিরাপত্তা হেফাজতে নিয়ে যায় এবং গণআদালতের ২৪ জন সদস্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে। '৯৪ পরবর্তীকালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইস্যুটি চাপা পড়ে যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুর আড়ালে। সে সময় আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনে জামাতের সাথে কৌশলগত ঐক্য করেছিল। পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন হয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে সম্পূর্ণ নিরবতা অবলম্বন করে। এরপর ২০০১ সালে বিএনপি-জামাতের জোট ক্ষমতায় আসীন হয় এবং জামাতের দুইজন নেতাকে মন্ত্রী করা হয়। যুদ্ধাপরাধীদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা ওড়ার ঘটনা দেশপ্রেমিক প্রতিটি মানুষকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছে।

২০০৮ সালের নির্বাচনের সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নটি তরুণ প্রজন্মের দ্বারা ব্যাপক সমর্থন লাভ করে এবং আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি অন্তর্ভুক্ত করে। এরই অংশ হিসেবে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ট্রাইব্যুনালের অধীনে এখন ১২ জন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীর বিচার চলছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি এদেশের জনগণের বহু আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। কিন্তু বার বার সে আকাঙ্ক্ষা মার খেয়েছে যুদ্ধাপরাধী শক্তির সাথে শাসকদের আপস-সমঝোতায়। শাসকগোষ্ঠীর আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে-পৃষ্ঠপোষকতায় একাত্তরের পরাজিত শক্তি ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে। কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করা নিয়ে দেশী-বিদেশী বহু ধরনের তৎপরতা চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছে জনগণের আন্দোলন। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, শাসকদের উপর ভরসা করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি আদায় হবে না, চূড়ান্তভাবে জনগণের আন্দোলনের শক্তিতেই এ গণআকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করতে হবে।

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭১১-৮৯৫৮৪৫ E-mail : spb.convention2014@gmail.com